এআই ব্যবহার করে তারা জেলা বিএনপির কমিটি ভাঙতে চায়: অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান

মেহেরপুরে বিএনপির কমিটি নিয়ে ভাঙনের গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেছেন, অন্য কেউ যদি বলে কালকে বা পরশু কমিটি ভেঙে যাবে, তাহলে তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। কেউ যদি এক হাজার বছর ওই পার্টি অফিসে বসে চাল-ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে খায়, আর বলে কমিটি ভাঙবে, তবুও এই কমিটি ভাঙা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন, আজকের এই সমাবেশের মাধ্যমে আমরা আপনাদের বলতে চাই, আপনারা গতকাল ফেসবুকে দেখেছেন, আমাদের আরেক নেতা মাসুদ অরুণ বেগম খালেদা জিয়ার মাথায় মাথা রেখেছেন। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? এটি এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কারণ, এআইয়ের মাধ্যমে তারা কমিটি ভাঙতে চায়। যেটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, সেটিকেই তারা বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়।

শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের জাদুখালী স্কুল মাঠে ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত জনসভায় মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মাসুদ অরুণকে উদ্দেশ্য করে এসব কথা বলেন তিনি।

জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কামরুল হাসান আরও বলেন, বিএনপি হিমালয় পর্বতের মতো বিশাল ও শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক দল। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এই দলের শিকড় অত্যন্ত গভীরে। গত ১৭ বছরে বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মী গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু এত প্রতিকূলতার মধ্যেও বিএনপির সাংগঠনিক শক্তি ও ঐক্যে কোনো ভাটা পড়েনি। হিমালয় থেকে এক টুকরো বরফ খসে পড়লে যেমন হিমালয়ের বিশালত্ব কমে যায় না, তেমনি বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা দিয়ে বিএনপির শক্তি ও অবস্থান দুর্বল করা সম্ভব নয়।

পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আতিয়ার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মিন্টু আলীর সঞ্চালনায় জনসভায় আরও বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আলমগীর খান ছাতু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ

মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

জিয়া পরিবারকে রক্ষা করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেছেন, “আপনারা জানেন, আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে জিয়া পরিবারের ওপর। এই জিয়া পরিবারকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। এ জন্য আপনাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।”

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৩টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের জাদুখালী মাঠ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

কামরুল হাসান বলেন, “আমরা মনে করি, ১৯৪৭, ১৯৫২, ১৯৭১, ১৯৯০ ও ২০২৪ একই সূত্রে গাঁথা। তবে ২০২৪ সালকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে একাত্তরকে ম্লান করা যাবে না। কারণ, আপনারা জানেন, যারা একাত্তর চায়নি, তারাই এখন বাংলাদেশে বেশি বেশি কথা বলছে। আমাদের বড় ভাই মাসুদ অরুণ একটি কথা বলেছেন, তাঁকে নাকি হত্যার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আমরা এটিকে বিশ্বাস করি। আমাদের নেতৃত্বকে হত্যার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা চলছে।”

বিএনপির সাংগঠনিক শক্তির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, “বিএনপি একটি হিমালয়ের মতো পর্বত। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জনপ্রিয় দল বিএনপি। হিমালয়ের একটু বরফ খসে গেলে যেমন হিমালয়ের কিছু যায় আসে না, তেমনি বিএনপির কিছু নেতাকর্মীকে গুম ও খুন করেও দলটির কোনো ক্ষতি করা সম্ভব হয়নি। গত ১৭ বছরে বিএনপির নেতৃবৃন্দ, ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা গুম-খুনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু হিমালয়ের মতো এই দলের কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং দলটি আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। আমরা এখনো হিমালয়ের মতো মাথা উঁচু

করে দাঁড়িয়ে আছি। হিমালয় থেকে কেউ একটি ঢিল মারলে কিংবা একটু বরফ খসে পড়লে তাতে বিএনপির কিছু যায় আসে না। কারণ, বিএনপি হিমালয়ের মতো শক্তিশালী দল।”

দলের কমিটি নিয়ে চলমান আলোচনা ও বিভ্রান্তি প্রসঙ্গে কামরুল হাসান বলেন, “আমরা এই সমাবেশ থেকে একটি কথা বলতে চাই, বিএনপি যে কমিটি দিয়েছে, কেউ যদি বলে কালকে ভাঙবে, পরশুদিন ভাঙবে, তাহলে আপনাদের তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। এক হাজার বছর পার্টি অফিসে বসে চাল-ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে খেলেও যদি বলা হয় কমিটি ভাঙবে, তাতে বিশ্বাস করবেন না। কোনোভাবেই এই কমিটি ভাঙা সম্ভব নয়।”

তিনি আরও বলেন, “আপনারা সবাই ফেসবুক দেখেন। আমাদের এক নেতা মাসুদ অরুণ খালেদা জিয়ার কোলে মাথা রেখেছেন—এমন একটি ছবি প্রচার করা হয়েছে। এটি কি বিশ্বাসযোগ্য? এটি এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই এআইয়ের মাধ্যমেই তারা কমিটি ভাঙতে চায়। যেটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, সেটিকেই তারা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলে ধরতে চায়।”

মেহেরপুরের হাসপাতালের খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, “আমরা হাসপাতাল পরিদর্শন করেছি। যে গলা বা খাবার আপনার বাড়িতে ছাগল-গরুও খায় না, আপনারা নিজেরাও যে ডিম বা পাউরুটি ব্যবহার করেন না, সেই ডিম, পাউরুটি ও কলা রোগীদের খাওয়ানো হচ্ছে। আপনার মাকে খাওয়ানো হচ্ছে, আমার মাকে খাওয়ানো হচ্ছে, আপনার বাবাকে খাওয়ানো হচ্ছে, আমার বাবাকে খাওয়ানো হচ্ছে। কারা এসব সরবরাহ করছে, কারা ঠিকাদারি করছে, কারা ওষুধের ঠিকাদারি করছে, আপনারা সবই জেনেছেন।”

সারের ডিলার নিয়োগ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আজ ফেসবুকে দেখলাম, মুজিবনগরে একটি গাড়ি সারসহ আটক করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, কলিম উদ্দিনের গোডাউন থেকে এসব সার উদ্ধার করা হয়েছে। সেই কলিম উদ্দিনের গোডাউনের লাইসেন্সও নাকি বিএনপির এক বড় নেতার। তারা আওয়ামী লীগের নেতাদের দিয়ে এসব লাইসেন্স করিয়েছে। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত যতগুলো লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, সেগুলো দিয়ে আওয়ামী লীগের সার ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছেন। অথচ তাঁরা বলছেন, আমরা নাকি সারের ডিলার নিয়োগে দুর্নীতি করেছি।”

তিনি আরও বলেন, “আপনারা জানেন, সারের ডিলার নিয়োগের জন্য দুটি কমিটি রয়েছে। একটি ১১ সদস্যবিশিষ্ট উপজেলা কমিটি এবং অন্যটি ১১

সদস্যবিশিষ্ট জেলা কমিটি। এই কমিটিগুলোই নির্ধারণ করেছে কারা সারের ডিলার হবেন এবং কারা হবেন না। এখানে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কোনো বিষয় ছিল না। তাই আপনাদের কাছে আমার উদাত্ত আহ্বান, আপনারা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবেন।”

সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আতিয়ার রহমান।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমান আহমেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ।

এ সময় বক্তব্য দেন পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিন্টু আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আজমল হোসেন মিন্টু, জাসাসের সদস্যসচিব বাকা বিল্লাহ, বিএনপি নেতা আব্দুর রহিম, রশিদুল ইসলাম, মহিবুল ইসলাম রকেট, রাজু আহমেদ রাজু, পলাশ ফরাজী, মিয়ারুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান বিপ্লব ও যুবদল নেতা লিয়াকত আলীসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

হাসপাতালে অনিয়ম-দুর্নীতি মেনে নেওয়া হবে না, কঠোর অবস্থানে জেলা বিএনপি: কামরুল হাসান

মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব রাখতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালন করেছে উপজেলা বিএনপি। আজ শুক্রবার সকালে জেলা বিএনপির তত্ত্বাবধানে ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট

কামরুল হাসান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামসহ উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “হাসপাতালে কোনো ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও অপরিচ্ছন্নতা মেনে নেওয়া হবে না। হাসপাতালকে দালালমুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব করতে জেলা বিএনপি কঠোর অবস্থানে থাকবে। রোগীরা যাতে হয়রানিমুক্ত পরিবেশে মানসম্মত চিকিৎসাসেবা পান, তা নিশ্চিত করতে আমরা নিয়মিত তদারকি ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখব।”

এ সময় নেতাকর্মীরা হাসপাতালের বিভিন্ন স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন।

স্বৈরাচারী দোসর ও একাত্তরের পরাজিত শক্তি আবার ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে

মেহেরপুরের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেছেন, সারা বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামগঞ্জের মানুষ তারেক রহমানের ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশপ্রেমিক সরকার গঠন করেছে। ভাইয়েরা, আমার চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। স্বৈরাচারী দোসর ও একাত্তরের পরাজিত শক্তি আবার ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা পরিষদের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মাসুদ অরুন বলেন, আমার এলাকা কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এ অঞ্চলের মানুষ সবাই কৃষকের সন্তান। সরকার ইতিমধ্যে সারের বিপণন ব্যবস্থায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। যেখানে অভিযোগ আছে, অনিয়ম হয়েছে, সুষ্ঠু তদন্ত

করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ইনশাআল্লাহ, আমরা কথা দিতে পারি, কৃষক এই মাস থেকেই ন্যায্য মূল্যে সার পাবে।

তিনি বলেন, “আমরা লড়াইয়ের জন্য রাজপথে থাকব। অনেক বন্ধু বলেন, ভাই, ৮ থেকে ৯ মাস হয়ে গেল, কিছুই তো পেলাম না। আমরা যারা জেল-জুলুম খেটেছি, রাজপথে লড়াই করেছি, তাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এই সরকারকে অন্তত আমাদের দুই বছর সুযোগ দেওয়া উচিত। এখনই বলছেন, ত্যাগীরা কেন কিছু পায় না। ত্যাগ স্বীকার করেছি বলেই তো স্বৈরশাসনের হাত থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে পেরেছি। আল্লাহর অশেষ কৃপায় সবার মূল্যায়ন হবে।”

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের প্রসঙ্গ তুলে মাসুদ অরুন বলেন, “দীর্ঘ সময় রাজপথে ছিলাম। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে এখনো আমরা রাজপথে আছি। আমরা বলেছি, মাসুদ অরুন পরাজিত হতে পারে, হয়তোবা ষড়যন্ত্রের কারণে। আলহামদুলিল্লাহ, তারেক রহমান এ দেশের প্রধানমন্ত্রী—এর চেয়ে বড় কিছু চাওয়া আমার নেই।”

মাসুদ অরুন বলেন, “আমি শুধু একটাই অনুরোধ করব, জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে আমরা ধারণ করব। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ঘোষিত একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করি। ভাইয়েরা আমার, এই চেতনার সঙ্গে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব না। এই চেতনাকে সামনে রেখে আমরা বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।”

নতুন বাংলাদেশ গঠন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, “নতুন একটি গণতান্ত্রিক সমাজ, রাষ্ট্র এবং জনগণের গণতান্ত্রিক কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের যে চেষ্টা, সেই চেষ্টা আমাদের অব্যাহত থাকবে। তারেক রহমানের সরকারের বিরুদ্ধে কেউ অপতৎপরতা চালালে আমরা আবারও রাজপথে নামব।”

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ। এ সময় বক্তব্য দেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক হাসান আলী এবং মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্যসচিব নওফেল আহমেদ রনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহসভাপতি বাবু সাবের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন ও সাইদুর সুজন, সদর উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব বিপ্লব মাস্টার, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান, পৌর যুবদলের সদস্যসচিব নওশেল আহমেদ

রনিসহ জেলা যুবদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

বক্তব্য শেষে শহরের কোর্ট চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়।

জুলাই আন্দোলনে যুবদলের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, ২০২৪ সালের আন্দোলন-সংগ্রামে যুবদলের নেতাকর্মীরা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁরা মাঠে থেকে আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন।

যুবসমাজের সাহস, ত্যাগ ও সাংগঠনিক শক্তি যেকোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই যুবদলকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ ও বেগম খালেদা জিয়ার সংগ্রামী রাজনৈতিক চেতনা ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। দলের ঐক্য বজায় রাখা, সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করা এবং জনগণের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে যুবদলকে আরও শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করতে হবে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার বিকেলে জেলা যুবদলের উদ্যোগে জেলা পরিষদের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য এসকল কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিএনপির সাংগঠনিক শক্তি সুসংহত করা এবং দলের পাশে থেকে আন্দোলন-সংগ্রামে ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে ৪৮ বছর আগে যুবদল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই যুবদল বিএনপির একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী সংগঠন হিসেবে কাজ করে আসছে। দলের সংকটময় সময়ে যুবদলের নেতাকর্মীরা রাজপথে থেকে আন্দোলন-সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়েছেন। তিনি বলেন, বিএনপির সাবেক চেয়ারপারসন ও তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও মানুষের

তারেক রহমানের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করতে এবং তাঁর ঘোষিত রাজনৈতিক লক্ষ্য বাস্তবায়নে যুবদলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক প্রিন্স আহমেদ ইমরান।

সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলীসহ বিএনপি, যুবদল ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশের পরে শহরের কোর্টমোড় থেকে একটি আনন্দ শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাথুলী সড়কে গিয়ে শেষ হয়। এতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের যুবদলসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন।

দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিএনপির সমাবেশ ও মিছিল

দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র ও সরকারকে ব্যর্থ করে দেওয়ার তৎপরতার প্রতিবাদে মেহেরপুরে সমাবেশ ও মিছিল করেছে বিএনপি। আজ রোববার (২৫ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে পুলিশ সুপারের বাসভবনের সামনে থেকে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্ক প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে কোর্ট চত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। এ ছাড়া বক্তব্য দেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

এ সময় বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর হাসপাতালে দুর্নীতি-অনিয়মের বিরুদ্ধে বিএনপির অভিযান অব্যহত

মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। রোগীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা এবং ভোগান্তি কমাতে হাসপাতালের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

শনিবার সকাল ৭টা থেকে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “হাসপাতালে কোনো ধরনের দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। রোগীরা যাতে সঠিক চিকিৎসাসেবা পান এবং কোনো ধরনের ভোগান্তির শিকার না হন, সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, হাসপাতালের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা জরুরি। জেলা বিএনপি সব সময় জনগণের পাশে ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। মানুষের অধিকার ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে যেকোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবে জেলা বিএনপি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, বিএনপি নেতা নাহিদ এনামুলসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াত মিলে বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে

বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী মিলে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান।

তিনি বলেন, ৯৬ সালের মতো আওয়ামী লীগ ও জামায়াত মিলে দেশে অরাজকতা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। প্রধানমন্ত্রীর রাজশাহী সফর চলাকালে স্নাইপার দিয়ে হত্যার হুমকিসংবলিত এক যুবকের ফেসবুক পোস্টের পেছনে বিরোধী দলের ইন্ধন রয়েছে। বিরোধী দলের উসকানিতে ওই যুবক এ রকম দুঃসাহস দেখিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে কালীগঞ্জ উপজেলার চাপরাইল আবুবকর বিশ্বাস মকছেদ আলী কলেজে আয়োজিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

বিরোধী দলের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান আরও বলেন, জামায়াত ও স্বৈরাচার এরশাদের সরকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ৯৬ ও ৮৬ সালে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট করেছিল জামায়াত। এখন আবার তারা মিলে গেছে। জামায়াত ও আওয়ামী লীগ মিলে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

এ সময় তিনি জামায়াতের আমিরের সমালোচনা করে বলেন, জামায়াতের আমির সব সময় মিথ্যা কথা বলেন। জামায়াতের নেতারা তাঁকে দরবেশ ভাবতে পারেন, কিন্তু জামায়াতের আমির একের পর এক রাজনৈতিক মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন।

তিনি জাসদ ছাত্রলীগ করতেন, সন্ত্রাস করেছেন, মিথ্যা কথা বলেছেন। জামায়াতে যোগ দেওয়ার পর কি তিনি মিথ্যা বলা ছেড়ে দিয়েছেন? জামায়াত ও আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় বিএনপি, ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত আছেন।

অনুষ্ঠানে কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হামিদুল ইসলাম হামিদ, যুগ্ম সদস্যসচিব ইলিয়াস রহমান মিঠু, কলেজের

অধ্যক্ষ মশিয়ার রহমানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে বিএনপি’র দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বিএনপির দুই পক্ষের ভয়াবহ সংঘর্ষে তিন জন আহত হয়েছে। বুধবার (২১ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামে রাজনৈতিক সহিংসতা জের ধরে এই ঘটনা ঘটে

আহতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামের এরশাদ আলী, মাহাতাব উদ্দিন ওরফে পচা ও আসলাম হোসেন। আহতদের মধ্যে এরশাদ মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং আসলাম হোসেন ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি।

স্থানীয়রা জানায়, আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সদস্য (মেম্বার) পদে প্রার্থী হওয়াকে কেন্দ্র করে সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুলের সমর্থকদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তা দুইপক্ষের সংঘর্ষে রূপ নেয়। এ সময় দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা দিয়ে হামলার ঘটনায় মাহাতাব উদ্দিন, আসলাম হোসেন ও এরশাদ আহত হন। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মেহেরপুরে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

মুজিবনগর থানার ওসি তদন্ত সেলিম জাহাঙ্গীর সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন,বিএনপির দুটি গ্রুপের মধ্যে রাজনৈতিক পূর্ব শত্রুতা জের ধরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে । সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

[redacted]

[redacted]

দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আট দফা দাবি তুলে ধরে জামায়াত নেতারা বলেন, নিয়োগপ্রক্রিয়া তদন্তে নিরপেক্ষ কমিটি গঠন, নির্বাচিত প্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাই, নিয়োগের মানদণ্ড ও ফলাফল প্রকাশ এবং আবেদনকারীদের অভিযোগ জানানোর সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেলে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানান তাঁরা। পাশাপাশি তদন্ত চলাকালে প্রয়োজন হলে আইনগত ক্ষমতার আওতায় অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

লিখিত বক্তব্যে জেলা প্রশাসন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি নিয়োগপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

একই সঙ্গে দলীয় পরিচয় বা ব্যক্তিগত প্রভাবের পরিবর্তে যোগ্যতা, সততা ও কৃষকসেবার সক্ষমতার ভিত্তিতে সার ডিলার নিয়োগ এবং কৃষকদের কাছে নির্ধারিত মূল্যে সময়মতো সার পৌঁছে দেওয়ার দাবি জানায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা।